থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-15

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: Ekti Ashcharjo Manchokalpo: Circarena

Author(s): Amar Ghosh

Interview taken and Edited by: Bivash Bishnu Chowdhury

Yr. 3, Issue 2-5, 2015

Bengali New Year Edition
April-May

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

একটি আশ্চর্য মঞ্চকল্প: সারকারিনা

কথোপকথনে: শিল্পী অমর ঘোষ

সংগ্রহ ও সম্পাদনা: বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী

"স্যার আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর এই শেষ স্মৃতিটুকু রইল নিবেদন সকলের কাছে"

এরকম একটি মঞ্চ যা সারা বাংলায় নেই .....

দ্যাখো, আমি যখন এটা তৈরী করেছি তখন আমি তো জানি আমি কারো নকল করিনি। তাই বলি এর কোনো জোড়া নাই। বাংলায় নেই, ভারতে নেই, এমনকি সারা বিশ্বেও নেই। এটাই প্রথম বছর চারেক আগে ফরাসী stage architect মঁশিয়ে লিকে সব দেখে টেখে বল্লেন, "এটা একটা আদর্শ হল। আমি পৃথিবীর নানান হল দেখেছি, কিন্তু এর জোড়া কোথাও নেই।" তিনিই প্রথম একথা বলেন। সে কথার বড় সাক্ষী ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী। তিনি প্রায় ৫২-৫৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আসেন তাঁর কথা শুনতে। এবং এর পরেই বিভাস চক্রবর্তী তাঁর সংগঠন 'অন্য থিয়েটার'-এর পক্ষ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা জানান। আমি ওকে বল্লাম, "আমাকে আবার এতদিন পরে সম্বর্ধনা। (ওরে বাবা, সাহেব স্পেশালিষ্ট বলে গেছে....) হা: হা: হা:.....

প্রয়াত নাট্যশিক্ষক, নট, নির্দেশক

অমর ঘোষ, ২০১৪

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

'সারকারিনা' – সার্কেল + এরিনা মিলেই শুরু হয়েছিল সারকারিনার। সার্কেল মানে গোল আর এরিনা বলতে বলা যায় খোলা জায়গা। গ্রীক এরিনায় দেখা যায়, পাহাড়ের গাত্রের তিনদিক খোলা রেখে তার পাদদেশে অভিনয় হতো। কিন্তু সারকারিনায় চতুর্দিক খোলা রেখে মাঝে অভিনয় চলে। যদিও শুধু 'চতুর্দিক খোলা মঞ্চ' বলে এটি বিখ্যাত নয়, এটি বিখ্যাত অন্য কারণে। সে বিষয়ে একটু পরে আসি। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক্ এর প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কীভাবে এই ধারণার সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠাতা না বলে বলা যায়, যার মস্তিষ্ক প্রসূত এই মঞ্চভাবনা তিনি হলেন বিখ্যাত নট, নির্দেশক অমর ঘোষ। সারকারিনা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অমর ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার কিছু অংশ এই মঞ্চকথার মাঝে মাঝে তুলে ধরা হলো। জন্মসূত্রে তিনি উড়িষ্যাবাসী। জন্ম পুরী শহরে ১৯২৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল। স্কুল লাইফ কেটেছে পুরীতে। কলেজ লাইফ কিছুটা পুরীতে কিছুটা কোলকাতায়। পরবর্তীতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে চাকুরীসূত্রে তিনি পুরোপুরিভাবে কোলকাতায় থেকে যান।

স্যার কেমন আছেন ?

এমনি বেশ ভাল আছি। শরীরে কোনো সমস্যা নেই আসলে বাঁহাতটা তো পুরো ভাঙ্গা, অপারেশান ছাড়া কোনো উপায় নেই কিন্তু ডক্টর করবে না। ভয় পায়। ৮০ পেরিয়ে গেলে অপারেশান করার রিস্ক কেউ নিতে চায়না। ঠাট্টা করে বলা যায়, ধরেই নেয়, আর ২দিন বাদে তো যাবেই তো কষ্ট দিয়ে আর লাভ কি? হা!..... । ওসব নিয়ে আর ভাবি না।

এই 'সারকারিনা' নামটার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। সেই সময় আমেরিকা থেকে একটা production unit এসেছিল কোলকাতায় একটি নতুন ধরনের cinema দেখানোর জন্য। তার নাম ছিল 'সারকারামা'। 'সার্কেল' আর 'প্যানোরামা' দুটো সন্ধি করে 'সারকারামা'। বিশেষত্ব এই, পুরো সার্কেল-এর বাইরে দিয়ে পর্দাটা পড়ে। গোলাকার তাঁবুর মত। তাঁবুর পুরো গোল দেয়াল যদি পর্দা হয় audience তার ভিতরে আছে। পর্দাটা জুড়ে film পড়ে। আসলে পর্দাটার ১১টি টুকরো আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না। ঠিক জোড় মাথার মাঝখানে ছোট্ট ফুটো দিয়ে বেরিয়ে থাকে প্রজেক্টরের মুখ। ফলে প্রজেক্টরের অপর পার্শ্বের দেয়ালে মোট ১১টি ছবি পড়ছে একসঙ্গে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। সবটা জুড়ে গিয়ে একটা ছবি হচ্ছে। সেই থেকে 'সারকারামা'র সাথে মিলে 'সারকারিনা' শব্দের উৎপত্তি।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তবে শুরু থেকেই একে আমরা রঙ্গমঞ্চ বলি না, বলি রঙ্গমণ্ডল মানে একসাথে করলে হবে 'সারকারিনা রঙ্গমণ্ডল'।

মানিকতলার জমিদারদের থেকে সারকারিনার জমি লিজ নেওয়া হয়েছিল। ৫১ বছরের লিজ। ২০২৬ সালে ৫১ বছর শেষ হবে। জমিদারদের কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তখন ৫ জন মালিক ছিল। এখন সেটা বেড়ে প্রায় ৩৫ জন হয়ে গেছে। তারা লিজটা চানচেল করতে পারছেনা তাই চাইছে পুরো বিল্ডিংটা যদি প্রম্পটার-এর হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে ভাল দাম পাওয়া যাবে। তার জন্য চলছে নানা অত্যাচার, অনাচার আর ইউনিয়নবাজী।

গড়ের মাঠে তখন বিভিন্ন খেলার গ্রুপের তাঁবু ছিল, তেমনি যদি আমাদের জন্য কেউ তাঁবু খাটিয়ে দেয় তাহলে আমি সেই তাঁবুর মধ্যে অভিনয় করব। তাঁবুর মধ্যে অভিনয় করব কথাটা মাথায় এলো এই জন্য যে, সার্কাস দেখে খালি মনে ঝতো, সার্কাসের ভিতর যে গোল রিংটা আছে আমি তাতে যদি অভিনয় করি, তাতে আপত্তিটা কি? কিন্তু এই রিং-এ অভিনয় করার পিছনে প্রথম যে অসুবিধার দিকটা মাথায় এলো সেটা হলো, এর মধ্যে set/settings কি করে পরিবর্তন করব। দর্শকের সন্মুখে নিয়ে এসে সাজাতে হবে। সে যুগে বাইরের দেশেও একটা প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল – 'Theatre in the round' কথাটার নাম। সেখানেও দর্শকের সামনে চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে সাজিয়ে দিত। কিন্তু আমার সেটা ভালো লাগত না। ভাবতে লাগলাম ওর ভেতরে magically কিছু করা যায় কিনা। সেই থেকে বিভিন্ন technical বিষয় মাথায় ঘুরতে থাকে। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক্ গড়ের মাঠে তাঁবু গড়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সেই থেকে সার্কাস প্যাটার্ণটা মাথায় রয়েই গেছে। সেই সাথে আরও বেশী জোড় পেয়েছিলাম 'বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম' দেখে। ঐ প্যাটার্ণে যদি হল হয় তাহলে অনায়াসেই কাজ করা যেতে পারে। তাহলে ভাবনায় এলো গোল হয়ে বসে থাকা দর্শক সারির মাঝখানে থেকে কি করা যেতে পারে। মাঝখানে যদি আমরা একটা গর্ত করি যা অনায়াসে খোলা যেতে পারে তাহলে নীচে থেকে উঠে আসতে পারে, কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, দর্শকের মাঝে না এসে। এরপরই মাথায় এলো সিঁড়ি দিয়ে নামানো উঠানো না করে যদি পুরো মঞ্চটাই মাঝখান থেকে নামানো উঠানো করা যায় তাহলে তো অনায়াসেই set/settings পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু disk নেমে উঠে

আসতে তো সময় প্রয়োজন। নাটকতো থেমে থাকবে না। তখন নাটক চলার মত disk টার পাশে একটি গোল রিং-এর কথা ভাবা হলো। রিং মানে আমাদের stage-এর অ্যাপ্রন বলে একটা জায়গা আছে তার মত করে একটা জায়গা যদি গোল হয়ে থাকা দর্শক সারির সন্মুখে রাখা যায় তাহলে সেখানে অভিনয় চলতে চলতে মূল stage নামিয়ে নিয়ে আবার তুলে আনা সম্ভব। সেই ভাবনা থেকেই শুরু 'সারকারিনা'র।

এখানকার লাইনগুলো কোনোটাই কিন্তু স্ট্রেইট লাইন নয়, সবটাই বাঁকা। গাঁথার সময় থেকেই সুতো ধরে করা হয়। সেখানে আমি প্রথমে ইট সাজিয়ে দিতাম ওরা [লেবাররা] বাকীটা করত। এভাবে টুকরো টুকরো করে করা হয়েছে বিল্ডিংটা। ডিজাইনটাই গোল। বিল্ডিং-এর টোটাল জমিটার মাঝে একটা সেন্টার ধরে নিয়ে সেই সেন্টার থেকে দড়ি দিয়ে গোল করে এড়িয়াটা ঠিক করা হয়েছিল। এই সেন্টারটা আজকে যেখান থেকে মাপলাম কালকে যদি ১ইঞ্চি সরে যায় তাহলে অন্যদিকে এক দেড় ফুট সরে যাবে। সুতরাং বিল্ডিং-এর কাজ করার সময় প্রতিদিন এক জায়গায় পয়েন্ট থাকার ব্যবস্থা করে হয়েছিল। যে পিলারটার উপর disk টা বা গোল মঞ্চটা আছে সেই পিলারটা মাটির উপরে যতটুকু আছে নীচে তার দেড়গুণ পরিমাণ আছে। পুরো বিল্ডিং-এ যে ধাপগুলো বা সিঁড়িগুলো নীচে নামছে সেগুলো এমনি এমনিই কিন্তু নামছে না। ওগুলোর নীচ দিয়ে টানেল গেছে যেখান দিয়ে প্রচণ্ডজোড়ে ঝড়ের মত বাতাস বের হয় মূল মঞ্চের disk টা যখন নীচে নামে। তখন প্রচণ্ড প্রেসার তৈরী হয় যেটা টানেল করে বের করে না দিলে পুরো বিল্ডিং-এ প্রচণ্ড প্রেসার তৈরী হবে। আর ঐ হাওয়া বের করে দিলে diskটাও খুব সহজেই নামতে পারে। টানেলটার মুখ নীচের গ্রীন রুমের দিকে সেট করা আছে সেজন্য পুরো বিল্ডিং A.C. করলেও গ্রীন রুমে ককোনো A.C.-এর প্রয়োজন নেই। যতবার disk নামবে ততবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় বয়ে যাবে নীচে।

উপরের disk টা ঘোরানোরও ব্যবস্থা আছে। অভিনয়ের প্রয়োজনে যদি এক জায়গায় স্থির থেকে ঘোরবার প্রয়োজন হতো তবে diskটা ঘুরিয়ে দেওয়া হতো। Manuallyও ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Diskটা এত হাল্কা যে খুব সহজেই হাতে ঘোরানো সম্ভব। গোল রিং টার সমান্তরাল উপরে ক্যাট ওয়াক স্পেস-এ যে রিংটা আছে তাতে অর্কেস্ট্রা বসে।

এরকম একটি স্থাপত্যশৈলী আজ কালের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এক অপরূপ মঞ্চস্থাপত্য। আমাদের সকলের উচিৎ একে রক্ষা করা – আমাদের স্বার্থে, আগত নতুন প্রজন্মের স্বার্থে।